(২৪ মে ২০১৬ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ক্যাব কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত মূল নিবন্ধ)

পণ্য ও সেবার মূল্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির জন্য ক্যাব-এর পরামর্শ

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ক্যাব ১৯৭৮ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ভোক্তা-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

কয়েক দিনের মধ্যে আগামী অর্থছরের বাজেট সংসদে পেশ করা হবে এবং রোজা শুরু হবে। এ প্রেক্ষাপটে ভোক্তাস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ও ভোক্তাসাধারণের দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই।

ক্রেতা-ভোক্তার প্রত্যাশা সারা বছর মানসম্মত দ্রব্য ও সেবার মূল্য তাঁদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে, স্থিতিশীল থাকবে। কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাজেট পেশের পর, রোজার সময়ে পণ্যসামগ্রীর এবং সেবার মূল্য বৃদ্ধি করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এক সময় বাজেটকে বলা হত "গরীব মারার বাজেট"। বিগত কয়েক বছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সুচিন্তিত ও দুরদর্শী পদক্ষেপের কারণে সে বদনাম বহুলাংশে ঘুচেছে। একইভাবে বাণিজ্যমন্ত্রীর দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তদারকির কারণে দুই একটি ব্যতিক্রম ব্যতিত রোজার সময়ে অধিকাংশ পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু এ বছর আমরা এর ব্যতিক্রমের আংশকা করছি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৬-২০১৭ সালের বাজেটের পরিমাণ তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার মত হতে পারে বলে ইতোমধ্যে আভাস দিয়েছেন। দারিদ্র বিমোচন এবং দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আগামী বাজেটের প্রস্তাবিত এই অংক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। প্রস্তাবিত এই বাজেট বাস্তবায়নের প্রয়োজনে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী রাজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার সকল পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আরোপের একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এই প্রস্তাব বাস্তবসম্মত বলে আমরা মনে করি না। এতে দ্রব্যমূল্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ভ্যাট ফাঁকির পরিমাণ বাড়বে। অসৎ ব্যবসায়ীরা লাভবান ও জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্যাব মনে করে, সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্যের বিক্রয় মূল্যের ওপর ভ্যাট আরোপ সরকারের জনকল্যাণমুখী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অতএব, বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল সেবা ও পণ্য ভ্যাট-এর আওতামুক্ত রাখার এবং নতুন কোন শুল্ক-কর আরোপ না করার অনুরোধ করছি। তবে বিলাস পণ্যের ওপর যুক্তিসঙ্গত হারে শুল্ক-কর বাড়ানোর সাথে সাথে ক্রেতা-সাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত কর যাতে সরকারের কোষাগারে জমা হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক তদারকি বাড়ানো যুক্তিযুক্ত হবে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল পণ্য, যথা তামাকজাত পণ্যের ওপর বর্ধিত হারে করারোপ করার প্রস্তাব করছি। ক্যাব মনে করে যে, নিম্নমান-উচ্চমান বিবেচনা না করে প্রতি শলাকা সিগারেটের ওপর উচ্চ হারে নিদিষ্ট অঙ্কের শুল্ক আরোপ সুবিবেচিত হবে। কারণ নিম্নমানের সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অন্যসব তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করারোপ করা যেতে পারে। সম্প্রতি সরকার আইন করে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র সতর্কবাণী বাধ্যতামূলক করায় সিগারেটের মোড়কে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তবে অন্যান্য সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

দেশের মানুষের আয়-উন্নতি হয়েছে। গড়পড়তা বার্ষিক আয় এখন প্রায় ১৪০০ ডলার। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে নগন্যসংখ্যক নাগরিক আয়কর প্রদান করে। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি। প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ২৫% হারে আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি। তবে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে করারোপের সর্বনিম্ন সীমা বৃদ্ধিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে আসছে। সরকারি সংস্থা বিপিসি ইতোপূর্বে অধিকমূল্যে ক্রয় করে কম দামে দেশে জ্বালানি তেল বিক্রি করেছে। বিশ্ববাজারে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় সংস্থাটি এরই মধ্যে অতীতের লোকসান

কাটিয়ে লাভজনক অবস্থানে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার সম্প্রতি লিটার প্রতি ফার্নেস অয়েলের দাম ৬০ টাকা থেকে ১৮ টাকা কমিয়ে ৪০ টাকা, অকটেনের দাম ৯৯ টাকা হতে ১০ টাকা কমিয়ে ৮৯ টাকা, পেট্রোলের মূল্য ৯৬ টাকা থেকে ১০ টাকা কমিয়ে ৮৬ টাকা এবং ডিজেলের মূল্য ৬৮ টাকা থেকে ৩ টাকা হ্রাস করে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করেছে। জ্বালানি তেলের এই মূল্যহ্রাস দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। তবে এখনও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম। ক্যাব মনে করে মুনাফার জন্য নয়, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যটির ব্যবসা সরকারি মালিকানাধীন বিপিসি'র একক নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন। তবে ক্যাবের বিবেচনায় নিয়ন্ত্রিত জ্বালানি তেলের মূল্যের স্থিতিশীলতা থেকে ভোক্তাস্বার্থ ও অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার ইতিবাচক ফললাভ তখনই কেবল সম্ভব হবে যদি দেশে তেলের বিক্রয় মূল্য এবং বিশ্ববাজারে ক্রয় মূল্যের পার্থক্যের কারণে বিপিসি'র যে বাড়তি আয় হচ্ছে তা বিপিসি'র মুনাফা হিসেবে বিবেচনা না করে উক্ত অর্থে "জ্বালানি তেলের মূল্য স্থিতিশীলতা তহবিল" গঠন করা হয়। এই তহবিলের অর্থ বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে দেশে মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যয় হবে। তহবিলে জমাকৃত অর্থ সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে ক্রেতা-ভোক্তার আগাম মূল্য পরিশোধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তহবিলের অর্থ অলস না রেখে নামমাত্র সুদে তা উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় মেটানোর জন্য ঋণ হিসেবে প্রদানের সুযোগ থাকতে পারে। আশা করছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী "জ্বালানি তেলের মূল্য স্থিতিশীলতা তহবিল" গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য আরও হ্রাস পেলে বা নিম্নমূল্য অব্যাহত থাকলে মূল্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। বিপিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩"-এ কমিশন কর্তৃক গণশুনানির মাধ্যমে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বিধানটি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। ক্যাব মনে করে জনস্বার্থে জ্বালানি তেলের মূল্য সংশোধনের সকল প্রস্তাব আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু, জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের সময় উচ্চবিত্ত অপেক্ষা স্বল্প আয়ের ক্রেতা-ভোক্তা যাতে অধিক সুবিধা পান তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি।

বিদ্যুতের ঘাটতি জরুরি ভিত্তিতে মেটানোর লক্ষ্যে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার "কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সরকার তা অব্যাহত রেখে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে বহুলাংশে সফলতা লাভ করেছে। বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কম মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে বড় বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে কালক্ষেপ না করার এবং কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সমূহ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করছি। তাছাড়া, দেশে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিকল্প হিসেবে নেপাল ও ভুটান থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে জল-বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ জোরদার করা যেতে পারে।

জ্বালানি তেলের দাম কমায় দেশে প্রায় ২০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় বিইআরসি-তে গণশুনানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিদ্যুতের মূল্য হ্রাসের দাবি করছি। দেশে গ্যাস সরবরাহ অপর্যাপ্ত। দেশে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থায়ন সুগম করার লক্ষ্যে বিইআরসি'র ২০০৯-এ গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ তহবিলের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি করছি। "বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল"-এর ক্ষেত্রেও এই প্রস্তাব প্রযোজ্য হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবমতে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মওজুদ, উৎপাদন ও আমদানি সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। কিন্তু এরই মধ্যে রোজা শুরুর এক-দুই মাস পূর্বেই বেশ কিছুর পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্যাকেটজাত লবণের দাম কেজি প্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে, রসুনের দাম হঠাৎ করে দুই-এক দিনের মধ্যে কেজি প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিসংগত কারণ নেই। ১৯৯০ এর দশক থেকে আমরা জোরেশোরে মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা করছি। এখন গুটিকতক ব্যবসায়ী প্রতিটি ভোগ্যপণ্যের আমদানি ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করছে। পণ্যভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতা হ্রাস এবং আইনি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বাজার বিভাজনের মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সময় ও সুযোগে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে এ প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় অবিলম্বে অসাধু

ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তবে কোন সৎ ব্যবসায়ী যাতে হয়রানির শিকার না হন তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রতি বছরই রোজার শুরুতে সরকার বাড়তি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি'র মাধ্যমে কয়েকটি পণ্য বাজারজাত করে। সার্বিক চাহিদার অতি সামান্য অংশ হলেও এতে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এবার বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে রোজা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই টিসিবি'র এ কার্যক্রম শুরুর প্রস্তাব করছি। ক্যাব মনে করে যে, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে রোজার সময়ে ক্রেতা-ভোক্তা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। যখন কোন পণ্যের দাম বাড়তে থাকে তখন অনেক ক্রেতা আরও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় সারা মাসের চাহিদা অনুযায়ী একসাথে পণ্য ক্রয় করেন। এতে বাজারে বাড়তি চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। সকল ক্রেতাকে আতঙ্কিত না হয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য একসাথে ক্রয় না করার পরামর্শ দিচ্ছি। বাড়তি চাহিদার চাপ না থাকলে ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থেই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস টেনে ধরবেন। তাছাড়া পাইকারি বাজারে পণ্যের দাম খুচরা বাজার থেকে ২৫% থেকে ৪০% কম। এখন আমরা অনেকেই বহুতল ভবনে একসাথে বহু পরিবার বসবাস করি। উদ্যোগী হয়ে কয়েকজন গৃহিনী যদি স্ব-স্ব বহুতল ভবনে "ক্রেতা সমবায়" গড়ে তোলেন এবং পাইকারি বাজার থেকে তাঁদের সকলের সমষ্টিগত চাহিদা অনুযায়ী পণ্য কিনে ভাগাভাগি করে নেন, তবে তাঁদের পক্ষে মোট ব্যয়ের ২৫% থেকে ৩০% ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হবে বলে মনে করি।

রোজার সময়ে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্যে বাজার সয়লাব হয়ে পড়ে। অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে প্রস্তুত মালামালও বাজারে বিক্রি হয়। এসব প্রতিরোধের জন্য ক্রেতা-ভোক্তা সচেতনতার সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, বিশেষ করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, র‍্যাব, পুলিশ, বিএসটিআই, সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম জোরদার করার অনুরোধ করছি। মোবাইল কোর্টসমূহ নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবেন, এই প্রত্যাশা করছি।

সাম্প্রতিক সময়ে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার বেশ কয়েকটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব আইন প্রণয়নের ফলে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৯ সালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রম এবং জনবল নিতান্তই অপ্রতুল। প্রতিযোগিতা আইনের বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। প্রতিযোগিতা কমিশন এখন পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামমাত্র শুরু হয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর কোন জনবল নেই। এ প্রেক্ষাপটে অবিলম্বে ভোক্তাবান্ধব আইন সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের অনুরোধ করছি। ভোক্তা সাধারণ মুক্তবাজার অর্থনীতির সুফল ভোগ করতে চায়। আর তা কেবল সম্ভব যখন বাজারে প্রতিযোগিতা থাকবে। মানসম্মত পণ্য ও সেবার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হবে। গুটিকতক ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ কখনও ভোক্তাস্বার্থের অনুকূল হতে পারে না। সরকারকে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও প্রো-একটিভ হতে হবে। দেশের মানুষের আয়-উন্নতি হচ্ছে। বাড়ছে চাহিদা। এই বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের দেশজ উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক আমদানির ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজারে সরকারের অবস্থান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে টিসিবি-কে সারা বছর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য শক্তিশালী করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্য চিহ্নিত করে সারা বছর মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই ক্রেতা-ভোক্তা উপকৃত হবেন। জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়বে।

তারিখ: ২৪ মে ২০১৬

গোলাম রহমান
সভাপতি, ক্যাব